

## 💵 মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ৫১৩

মুসনাদে উসমান বিন আফফান (রাঃ) [উসমানের বর্ণিত হাদীস] (مسند عثمان بن عفان)

## আরবী

حَدَّتَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّتَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ: جَلَسَ عُثْمَانُ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ: جَلَسَ عُثْمَانُ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، أَظُنُّهُ سَيَكُونُ فِيهِ مُدُّ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: " وَمَنْ تَوَضَّأً وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْعُصْرِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّبْحِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعُصْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعُصْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعُصْرِبِ عُنُورَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهُنَّ الْعَصْرِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ". قَالُوا: هَذِهِ عُفُورَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُدْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ". قَالُوا: هَذِهِ عُولَلَهُ أَكْبُرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُونَةَ إِلَّا بِاللهِ

إسناده حسن، الحارث أبو صالح مولى عثمان تقدم الكلام عليه عند الحديث (442) وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله بن يزيد، وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان التجيبي، وأبو عقيل: هو زهرة بن معبد وأخرجه البزار (405)، والطبري 12 / 132 من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد

وأورده الهيثمي في " المجمع " 1 / 297، وقال: في الصحيح بعضه، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير الحارث بن عبد الله (كذا قال، وصوابه ابن عبد ويغلب على الظن أنه خطأ من الناسخ) مولى عثمان بن عفان وهو ثقة



৫১৩। উসমান (রাঃ) এর মুক্ত দাস হারেস বলেছেন, একদিন উসমান (রাঃ) বসে ছিলেন, আমরাও তার সাথে বসেছিলাম। তখন তাঁর কাছে ঘোষণাকারী এল। তিনি এমন একটি পাত্রে করে পানি আনতে বললেন, যাতে আমার মনে হয়, এক মুদ পরিমাণ থাকতে পারে। অতঃপর তিনি ওয়ু করলেন, তারপর বললেন, আমি যে রকম ওয়ু করলাম, ঠিক এ রকম ওয়ু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি। ওয়ু করে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই ওয়ুর মত ওয়ু করবে, তারপর দাঁড়িয়ে যোহরের নামায পড়বে, তার কযর ও যোহরের মাঝখানে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। তারপর (একই রকম ওয়ু করে) আসরের নামায পড়লে তার যোহর ও আসরের মাঝখানের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। তারপর ইশার নামায পড়লে তার মাগরিব ও ইশার মাঝখানের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। তারপর ইশার নামায পড়লে তার মাগরিব ও ইশার মাঝখানের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। তারপর হয়তো সে রাত্রে মুখ দিয়ে প্রচুর লালা ঝরাবে। তারপর যদি সে ঘুম থেকে উঠে ওয়ু করে ও ফজরের নামায পড়ে, তার ইশা ও ফজরের মাঝখানের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এগুলো (ওয়ু ও নামায) সৎকাজ, যা খারাপ কাজকে নট করে দেয়। লোকেরা বললােঃ (বুঝলাম) এগুলাে সৎকাজ। তাহলে হে উসমান, স্থায়ী কাজগুলাে কী কী? তিনি বললেনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, আলা–হামদু লিল্লাহ, আল্লাহ্ আকবার, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। (অর্থাৎ নামায শেষে নিয়মিত এ তাসবীহগুলাে পাঠ করা।)

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন